থেকে পিআইও তথ্য চাইলেন, তিনি যদি না দেন, তবে জরিমানা বা শাস্তির দায় যে কর্মী তথ্য দিলেন না তাঁর উপর বর্তাবে (ধারা ৫-৪ ও ৫)। (৩) কোনও অফিসেই কোনও পিআইওর টেবিলে বা নোটিশ বোর্ডে পিআইও নামের ফলক বা উল্লেখ নেই। এজন্য তাদের খুঁজে পেতে আবেদনকারীর বেশ অসুবিধা হচ্ছে। (৪) বেশ কিছু অফিসে পিআইওরা আবেদন গ্রহণ করতে অস্বীকার করছে। কয়েকটি ক্ষেত্রে (বীরভূমের মল্লারপুর, বোলপুর, পশ্চিম মেদিনীপুরের মোহনপুর, উত্তর ২৪ পরগনার বাদুড়িয়া, সল্টলেক, বাঁশবেড়িয়া পুরসভাসহ আরও অনেক জায়গায়) আবেদনকারীকে হুমকিও দেওয়া হয়েছে। আবেদনকারীকে মারধরের ঘটনাও ঘটেছে (মালদা জেলার কালিয়াচক, নদীয়া জেলার মদনপুরসহ কেয়কটি জায়গায়)। অনেক ক্ষেত্রেই স্বতঃস্ফূর্ত ঘোষণার মধ্যে পড়ে এমন তথ্যকে গোপন তথ্য বলে আবেদনকারীকে তথ্য দেওয়া হচ্ছে না। (৫) রাজ্য সরকার এখনও অবধি নির্দিষ্ট করতে পারেনি যে, কোন তহবিল থেকে তথ্য দেওয়ার খরচ বহন করা হবে। ফলে পিআইও এবং জন কর্তৃপক্ষগুলিকে নাগরিকদের তথ্য দেওয়ার ক্ষেত্রে অসুবিধা হচ্ছে।

**স্বতঃস্ফূর্ত ঘোষণা:** (১) তথ্য সংগ্রহের জন্য নাগরিকদের যাতে খুব কম সময়েই এই আইনের প্রয়োগ করতে হয় তার জন্য আইনের ৪-১-বি ধারা অনুযায়ী, সব জন-কর্তৃপক্ষকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তথ্য প্রকাশ করতে হবে আইন প্রণয়ন হওয়ার ১২০ দিনের মধ্যে। আইন প্রণয়ন হয়েছিল ১৫ জুন ২০০৫-এ। সেই হিসেবে ১২০ দিন ধরলে ১২ অক্টোবর ২০০৫-এর মধ্যে সমস্ত সরকারি সংস্থার মোট ১৭ দফা তথ্য ঘোষণা করার কথা। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলেও সত্যি, আমাদের রাজ্যের কোনও দফতরই ওই সময়ের মধ্যে কোনও স্বতঃস্ফূর্ত ঘোষণা করেনি। এখনও অবধি রাজ্য দফতরগুলি এই ঘোষণা করলেও, জেলা এবং তার নিচের স্তরে এই ঘোষণা করা হয়নি। রাজ্যস্তরেও যে ঘোষণা করা হয়েছে, তা সবই ইংরেজিতে, ওয়েবসাইটের মাধ্যমে। কিন্তু সাধারণ নাগরিকের ক্ষেত্রে ইন্টারনেট ব্যবহার করার সুবিধা বা পয়সা নেই বললেই চলে। এক্ষেত্রে ভাষাও একটি অন্যতম সমস্যা। (২) রাজ্য পঞ্চায়েত দফতর বাংলায় স্বতঃস্ফূর্ত ঘোষণার একটা ছক তৈরি করেছিল ২০০৭-এর মার্চে। গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে জেলা পরিষদ অবধি ওই ছক অনুযায়ী তথ্য ঘোষণার নির্দেশ দিয়েছিল (নোটিফিকেশন নম্বর 1476 (19)-RD/MIS (COM)/5M-02/07 তারিখ ০১.০৩.২০০৭) এটা একটা ভাল উদ্যোগ। কিন্তু দু'একটি ব্যতিক্রম ছাড়া, কোনও পঞ্চায়েতেই এই ছক অনুযায়ী বা অন্য কোনওভাবে স্বতঃস্ফূর্ত ঘোষণা করা হয়নি। (৩) আইনটির ৪-১-এ ধারায় বলা আছে, প্রত্যেক জন-কর্তৃপক্ষ বা পাবলিক অথরিটি সমস্ত তথ্য ও নথি সূচিবদ্ধ করে রাখবে। যাতে এই তথ্য সহজেই ব্যবহার করা যায় ও ভবিষ্যত সমস্ত তথ্যই কম্পিউটারে নথিবদ্ধ করা যায়। এতে তথ্য সহজেই মানুষ পেতে পারবে। কিন্তু আমাদের রাজ্য সরকার তথ্যপ্রযুক্তি নিয়ে অনেক তত্ত্বি বলালেও এক্ষেত্রে এখনও অবধি কোনও ভূমিকাই নেয়নি।

**প্রচার ও সচেতনতা:** (১) আইনটির প্রচার এবং প্রসারের কাজে সাকুল্যে রাজ্য সরকার কত অর্থ বরাদ্দ করেছে, তার কোনও হিসেব খুঁজে পাওয়া যায়নি। রাজ্য তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরে এই আইন মোতাবেক একটি আবেদনের ভিত্তিতে জানতে চাওয়া হয়েছিল, ২০০৫-০৬ ও ২০০৬-০৭ আর্থিক বছরে সরকার বছরে বিজ্ঞাপনের জন্য কত খরচ করেছে। তার মধ্যে কত টাকা, 'কৃষি আমাদের ভিত্তি শিল্প আমাদের ভবিষ্যৎ' বিজ্ঞাপনে খরচ হয়েছে আর কত টাকা তথ্যের অধিকার বিজ্ঞাপনের জন্য খরচ হয়েছে। দফতর জানিয়েছে, মোট বিজ্ঞাপনে খরচ হয়েছে ৩৪ লক্ষ ৫৫ হাজার টাকা, 'কৃষি আমাদের ভিত্তি, শিল্প আমাদের ভবিষ্যৎ' বিজ্ঞাপনে খরচ হয়েছে ১৩ লক্ষ ৭৭ হাজার ৪১৭ টাকা আর তথ্যের অধিকার সংক্রান্ত বিজ্ঞাপনের